بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৬ এপ্রিল, ২০২৩ মোতাবেক ২৬ শাহাদাত, ১৪০২ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

'হামরাউল আসাদ' যুদ্ধাভিযানের কারণ এবং এর পটভূমি গত খুতবাতে বর্ণিত হয়েছিল। যাহোক, উহুদের যুদ্ধের পর শত্রুদের পথ পরিবর্তন করে মদীনায় আক্রমণের ষড়যন্ত্রের সংবাদ যখন লাভ হয় তখন মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর ও হযরত উমরকে ডাকেন আর তাদেরকে সেই মাযনি সাহাবীর কথা সম্পর্কে অবহিত করেন। তারা উভয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! চলুন শত্রুদের উদ্দেশ্যে বের হই যেন তারা আমাদের সন্তানদের ওপর আক্রমণ করতে না পারে। মহানবী (সা.) ফজরের নামায শেষ করে মানুষকে ডেকে পাঠান এবং তিনি (সা.) হযরত বেলালকে বলেন, তিনি যেন ঘোষণা দেন যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) তোমাদেরকে শত্রুদের উদ্দেশ্যে বের হবার নির্দেশ দিচ্ছেন। আর আমাদের সাথে তারাই বের হবে যারা গতকাল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। অর্থাৎ যারা উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল কেবল তারাই সাথে যাবে। ইসলামী পতাকা এবং মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে লেখা আছে, মহানবী (সা.) নিজের পতাকা আনিয়ে নেন যা বিগত দিন থেকেই বাঁধা অবস্থায় ছিল। সেটিকে তখনও খোলা হয় নি। তিনি (সা.) এই পতাকা হযরত আলীকে দেন। অপর এক স্থানে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু বকরকে দিয়েছিলেন। এই উপলক্ষ্যে হযরত ইবনে উম্মে মাকতুমকে মহানবী (সা.) মদীনায় নিজের সহকারী নিযুক্ত করেছিলেন।

জীবনীকাররা লিখেছেন, মহানবী (সা.)-এর শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবনে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত একান্ত বিচক্ষণতাপূর্ণ ছিল। বিস্তারিত বর্ণনায় লেখা হয়েছে যে, মুনাফিকদের মতে উহুদের যুদ্ধে ৭০জনের প্রাণহানির পর পরবর্তী দিনই অতিরিক্ত জনশক্তি না নিয়ে শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে বের হওয়া চরম বিপজ্জনক কাজ ছিল। কিন্তু পরবর্তী অবস্থা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর সিদ্ধান্ত একান্ত বিচক্ষণতাপূর্ণ ছিল, যার ফলে মুসলমানদের ব্যাপক লাভ হয়েছে। তিনি (সা.) পুরো রাত যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি বিশ্লেষণে অতিবাহিত করেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল, যদি উহুদ থেকে মক্কাগামী মুশরিকরা ভাবে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের দৃঢ় অবস্থান সত্ত্বেও আমরা কোনো সুবিধা নিতে পারি নি, তখন নিশ্চিতভাবে তাদের অনুশোচনা হবে আর মাঝপথ থেকে ফিরে এসে তারা পুনরায় মদীনা আক্রমণ করবে। তাই তিনি (সা.) সর্বোত্তম রণকৌশল অবলম্বন করে শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্ত জিহাদকারীদের মনোবল সুদৃঢ় করে। অপরদিকে মুনাফিকদের হৃদয়ে মহানবী (সা.)-এর দৃঢ়সংকল্প ও দৃঢ়বিশ্বাসের কারণে প্রতাপ সৃষ্টি করে। তৃতীয়ত, শত্রুরা যখন এই সংবাদ পায় যে, ইসলামী বাহিনী তাদের পশ্চাদ্ধাবন করছে– তখন তাদের মনোবলের নিভু নিভু প্রদীপও নিভে যায়। এটি হলো একটি জীবনীগ্রন্থের নোট।

মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইও সাথে যাওয়ার অনুমতি চায় অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করে। অথচ উহুদের যুদ্ধে সে

কেবল নিজেই ফিরে যায় নি, বরং নিজের সাথে তিনশ' সঙ্গীকেও ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এমন আচরণে নিশ্চয়ই সে অনুতপ্তও হয়ে থাকবে আর হয়ত এই কলঙ্ক মোচনের জন্য অথবা মুনাফিকদের বিষয়ে তো কোনো ভরসা নেই, হতে পারে সে অন্য কোনো ষড়যন্ত্রের লক্ষ্যে যা আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন, সে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয় আর তাঁর (সা.) সাথে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে। তখন তিনি (সা.) তাকে সাথে যেতে নিষেধ করে দেন। তিনি (সা.) বলেন, না! আহত সাহাবীরা, যাদের কতক উহুদের যুদ্ধে গুরুতর আহত হন– তা সত্ত্বেও তারা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ পালনের কীরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন সে সম্পর্কে লেখা আছে যে,

মহানবী (সা.)-এর এই ঘোষণা শোনামাত্রই, প্রেম ও নিষ্ঠায় পূর্ণ এই নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীরা কোনোমতে নিজেদের আঘাত ও ক্ষতস্থান সামলে নিয়ে যার যার অস্ত্র হাতে নিয়ে পুনরায় বেরিয়ে পড়েন। মহানবী (সা.) যখন এই ঘোষণা করেন তখন তাৎক্ষণিকভাবে তারা বেরিয়ে পড়েন। হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের নয়টি আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি তখন কেবল ঔষধ লাগানোর কথা ভাবছিলেন, এমন সময় তার কানে এই আওয়াজ আসে। তখন তিনি নিজের ক্ষতস্থানে ঔষধ লাগানোর জন্যও অপেক্ষা করেন নি আর রওয়ানা হয়ে যান। বনু সালামা গোত্র থেকে চল্লিশজন আহত সদস্য বের হন। মহানবী (সা.) এমন অবস্থাতেও তাদেরকে নির্দেশ পালন করতে দেখে তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন আর বলেন, **আল্লাহুম্মারহাম বনী সালামা**। অর্থাৎ হে আল্লাহ্! বনু সালামা গোত্রের প্রতি কৃপা করো। তুফায়েল বিন নু'মানের তেরোটি আঘাত লেগেছিল, খিরাশ বিন সিম্মাহ্র দশটি আঘাত লেগেছিল, কা'ব বিন মালেকের দশটির অধিক আঘাত লেগেছিল আর কুতবা বিন আমেরের নয়টি আঘাত লেগেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলমানরা নিজেদের অস্ত্রের সন্ধানে ছুটে যায় আর নিজেদের ক্ষতস্থানে মলম লাগানোর জন্যও অপেক্ষা করে নি। আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের এই অতুলনীয় প্রেরণাকেই নিজ বাণীতে সংরক্ষিত করে দিয়েছেন যেন পৃথিবীর শেষ দিবস পর্যন্ত তাদের জন্য ভালোবাসার অর্ঘ্য নিবেদিত হতে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ

(সূরা আলে ইমরান: ১৭৩)

অর্থাৎ, **যারা নিজেরা আহত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ এবং রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্য থেকে যারা অনুগ্রহ করেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপ্রতিদান।**

হযরত আয়েশা (রা.) বলতেন, এর একটি সত্যায়নস্থল হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) আর হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)ও বটে। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.)-র মহানবী (সা.)-এর সাথে যাওয়ার অনুমতি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল যে, এই যুদ্ধে কেবল তারাই সাথে যাবে যারা উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল আর এই নির্দেশ কঠোরভাবে পালনও করা হয়। কিন্তু একজন সৌভাগ্যবান নিষ্ঠাবান সাহাবী এমন ছিলেন যিনি উহুদের যুদ্ধে যদিও অংশ গ্রহণ করেন নি তথাপি এবার তিনি সাথে যাওয়ার অনুমতি লাভ করেছিলেন। আর তিনি হলেন, হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.)। ইবনে ইসহাক ও ইবনে উমর বর্ণনা করেন যে, জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) আল্লাহ্র রসূল (সা.)-এর কাছে আসেন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র

রসূল (সা.)! আপনার ঘোষক এই ঘোষণা করেছে যে, আমাদের সাথে যেন তারাই বের হয় যারা গতকাল লড়াই অর্থাৎ উহুদের যুদ্ধে উপস্থিত ছিল অথচ আমি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলাম। কিন্তু আমার পিতা আমাকে আমার সাত বোনের জন্য পেছনে রেখে যান। অপর এক উক্তি অনুযায়ী তার বোনদের সংখ্যা ছিল নয়জন। যাহোক তিনি বলেন, আমার পিতা বলেন, হে আমার পুত্র! আমার এবং তোমার জন্য সমীচীন নয় যে, কোনো পুরুষ থাকবে না আর আমরা এই নারীদের (বাড়িতে) একা রেখে যাব। আমি তাদের বিষয়ে শঙ্কিত কেননা এরা যে দুর্বল নারী। আর আমি আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর সাথে জিহাদের ক্ষেত্রে তোমাকে নিজের ওপর প্রাধান্য দিতে পারি না। [এটিও একটি কারণ যে, নারীদেরও পেছনে একা রেখে যেতে পারবেন না] আর জিহাদে আমি নিজে যেতে চাই। আর আমার বাসনা হলো, আমি যাবো, তুমি যাবে না। অতএব তুমি নিজের বোনদের কাছে বাড়িতে থেকে যাও। আর আমি আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর সাথে জিহাদে যাচ্ছি। তিনি বলেন, তাই আমি আমার পিতার এই নির্দেশ মানতে গিয়ে গতকাল জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারি নি, নতুবা আমারও সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল। অতএব, হযরত জাবের (রা.)-র প্রেম ও ভালোবাসাপূর্ণ এই কথা শুনে মহানবী (সা.) তাকে সঙ্গে যাবার অনুমতি প্রদান করেন। এ সম্পর্কে হযরত জাবের (রা.) গর্বের সাথে বলতেন, আমি ব্যতিরেকে তাঁর সাথে এমন কোনো ব্যক্তি যায় নি যে বিগত দিনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি। আর যারা বিগত দিন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নি তাদের মধ্যে অনেকেই তাঁর সাথে যাবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু মহানবী (সা.) অনুমতি দেন নি। মহানবী (সা.) এমতাবস্থায় যাত্রা করেন যখন তাঁর পবিত্র চেহারা ও কপাল ক্ষতবিক্ষত ছিল, দাঁত মোবারক ভাঙা ছিল, নীচের ঠোঁট– কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুযায়ী উভয় ঠোঁটই ভেতরের দিক থেকে ক্ষতবিক্ষত ছিল। ইবনে কামিয়ার তরবারির আঘাতে ডান কাঁধ আহত ছিল এবং উভয় হাঁটুও ক্ষতবিক্ষত ছিল। (যাত্রার প্রাক্কালে) প্রথমেই মহানবী (সা.) মসজিদে প্রবেশ করেন এবং সেখানে দুই রাকা'ত (নামায) পড়েন। লোকজন সমবেত হয়েছিল। এরপর মহানবী (সা.) তাঁর **'সাক্‌ব'** নামক ঘোড়াটিকে মসজিদের দরজায় আনিয়ে নেন। এই যুদ্ধে শুধুমাত্র মহানবী (সা.)-এর নিকটই ঘোড়া ছিল। যাত্রার সময় মহানবী (সা.) বর্ম ও শিরস্ত্রাণ পরিহিত ছিলেন আর কেবলমাত্র তাঁর চোখ দুটোই দৃশ্যমান ছিল। এসময়েই মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ্‌ (রা.)-র সাক্ষাৎ হয়। তিনি (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তালহা! তোমার অস্ত্র কোথায়? হযরত তালহা (রা.) নিবেদন করেন, পাশেই আছে। একথা বলেই তিনি ত্বরিত যান এবং নিজের অস্ত্র নিয়ে আসেন, অথচ সেসময় তালহা (রা.)-র কেবল বক্ষেই উহুদের যুদ্ধের নয়টি আঘাত ছিল। আর তার দেহে সর্বমোট সত্তরটিরও অধিক আঘাত ছিল। হযরত তালহা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি আমার আঘাত অপেক্ষা মহানবী (সা.)-এর আঘাত সম্পর্কে বেশি চিন্তিত ছিলাম। মহানবী (সা.) আমার নিকট আসেন এবং জিজ্ঞেস করেন, তুমি শত্রুদের কোথায় আছে বলে মনে করো? অর্থাৎ, আবু সুফিয়ান ও তার সৈন্যদলের অবস্থান কোথায় বলে তুমি মনে করো? আমি নিবেদন করি, নিম্নাঞ্চলে। তিনি (সা.) বলেন, আমারও একই ধারণা। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, তাদের অর্থাৎ **কুরাইশের কথা যদি বলি, ভবিষ্যতে আর কখনো আমাদের বিরুদ্ধে এমন আচরণের সুযোগ তারা পাবে না যতক্ষণ না আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদের হাতে মক্কাকে বিজিত করেন।** একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, হে ইবনে খাত্তাব!

হাজরে আসওয়াদে চুম্বন না করা পর্যন্ত কুরাইশরা ভবিষ্যতে আর কখনো আমাদের সাথে এমন আচরণের সুযোগ পাবে না।

সাবেত বিন সা'লাবা খাযরাজী হামরাউল আসাদ পর্যন্ত মহানবী (সা.)-এর পথপ্রদর্শক ছিলেন। অপর এক রেওয়ায়েত অনুসারে **সাবেত বিন যাহাক** পথ দেখিয়েছিলেন। অর্থাৎ এ সম্পর্কিত দুটি পৃথক পৃথক রেওয়ায়েত রয়েছে। মহানবী (সা.) তখন সংবাদ আনার জন্য দুজন সাহাবীকে অগ্রে প্রেরণ করেছিলেন। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, মহানবী (সা.) আসলাম গোত্রের শাখা **বনু সাহমের সাফইয়ান** নামক ব্যক্তির দুই পুত্র সালিত ও নু'মান (রা.)-কে (কুরাইশের) গতিবিধি সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহের জন্য অগ্রে প্রেরণ করেন। আর এক তৃতীয় ব্যক্তিকেও প্রেরণ করেন, যে আসলাম গোত্রের শাখা বনু উয়ায়েরের সদস্য ছিল। তার নাম বর্ণিত হয় নি। তাদের মধ্য হতে দুজন হামরাউল আসাদ নামক স্থানে কুরাইশের দেখা পান। কুরাইশরা (নিজেদের মধ্যে) আলোচনা করছিল। কুরাইশরা তাদের উভয়কে দেখতে পায় এবং তাদেরকে হত্যা করে। মহানবী (সা.) যখন তাঁর সাহাবীদের সাথে রাওয়ানা দিয়ে হামরাউল আসাদ-এ পৌঁছে যাত্রাবিরতি দেন তখন এই দুজন সাহাবীকে একই কবরে সমাহিত করেন। দুই সাথির মরদেহ সেখানেই পড়ে ছিল।

এই যুদ্ধে দুজন আনসারী ভাই আহত অবস্থায় পায়ে হেঁটে যে কষ্টদায়ক সফর করেছে সেসংক্রান্ত আনুগত্যের দৃষ্টান্তও দৃষ্টিগোচর হয়। (এর) বিশদ বিবরণ হলো, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন সাহল এবং হযরত রাফে' বিন সাহল (রা.) নামক দুই ভাই বনু আব্দেল আশআল গোত্রের সদস্য ছিলেন। তারা দুজন উহুদের যুদ্ধ থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় ফিরে আসে। (তারা) যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন এবং হযরত আবদুল্লাহ্ বেশি আহত ছিলেন। যখন এই উভয় ভাই মহানবী (সা.)-এর 'হামরাউল আসাদ' অভিমুখে যাওয়া এবং এতে যোগদান করা সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর আদেশ শুনতে পান তখন তাদের একজন অপরজনকে বলেন, খোদার কসম! আমরা যদি মহানবী (সা.)-এর সাথে (এই) যুদ্ধে যোগদান করতে না পারি তাহলে এটি হবে অনেক বড়ো বঞ্চনা। [এরূপ ছিল তাদের ঈমান!] পুনরায় বলেন, খোদার কসম! আমাদের কাছে কোনো বাহন নেই যাতে আমরা আরোহণ করব, আর আমরা কীভাবে এই কাজ করব তা-ও জানি না। হযরত আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, আসো, আমরা একসাথে পায়ে হেঁটে রওয়ানা হই। হযরত রাফে' (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আঘাতের কারণে আমার হাঁটার শক্তিও নাই। [এই ছিল তাদের অবস্থা।] তার ভাই তাকে বলেন, আসো, আমরা ধীরে ধীরে হাঁটতে আরম্ভ করি এবং মহানবী (সা.)-এর দিকে অগ্রসর হতে থাকি। অতএব, তারা দুজন টেনে-হিঁচড়ে হাঁটতে থাকেন। হযরত রাফে' (রা.) যখন দুর্বলতা অনুভব করেন তখন হযরত আবদুল্লাহ্ (রা.) তাকে নিজের পিঠে তুলে নিতেন। আবার কখনো তিনি হাঁটতেন। তারা দুজনই আহত ছিলেন, কিন্তু যিনি কিছুটা ভালো ছিলেন তিনি বেশি আহতকে নিজের পিঠে তুলে নিতেন। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। দুর্বলতার কারণে কখনো কখনো অবস্থা এমন হতো যে, তারা নড়াচড়াও করতে পারতেন না। এভাবে তারা দুজন এশার সময় মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। সাহাবীরা তখন আগুন প্রজ্জ্বলিত করছিলেন। অর্থাৎ ততক্ষণে তারা শিবির স্থাপন করেছিলেন। তাদের উভয়কে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করা হয়। সেই রাতে মহানবী (সা.)-এর নিরাপত্তার দায়িত্বে হযরত আব্বাদ বিন বিশর (রা.) নিযুক্ত ছিলেন। তাদের পৌঁছার পর মহানবী (সা.) তাদের দুজনকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের পথে কী বাধ সেধেছে? (অর্থাৎ তোমাদের বিলম্বে

আসার কারণ কী?)। তারা উভয়ে তাদের বিলম্বে আসার কারণ সবিস্তারে বর্ণনা করেন। তখন মহানবী (সা.) তাদের দুজনের মঙ্গল কামনা করে বলেন, "তোমরা দুজন যদি দীর্ঘায়ু লাভ করো তাহলে বাহন হিসেবে ঘোড়া, খচ্চর এবং উট তোমাদের হস্তগত হবে। [এখন তো তোমরা কষ্টেসৃষ্টে কোনোমতে পায়ে হেঁটে এসেছ, কিন্তু দীর্ঘায়ু লাভ করলে তোমরা এসব কিছু স্বচক্ষে দেখবে; এসব বাহন তোমরা লাভ করবে।] কিন্তু তোমাদের দুজনের জন্য এই সফরের চেয়ে তা উত্তম হবে না যা কোনোমতে তোমরা পায়ে হেঁটে করেছ। [একথাও সাথে বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ, তোমাদের এই সফরের প্রতিদান এত বেশি যে, সেই যুগের সর্বোত্তম নিয়ামতরাজির চেয়েও এটি বেশি।] এটিও বলা হয় যে, এই ঘটনা ফযালার পুত্র হযরত আনাস ও হযরত মু'নেস (রা.)-র সাথে ঘটেছিল। হয়ত এই ঘটনা উভয়ের সাথেই ঘটে থাকবে।

এরপর মুসলমানদের পাথেয় এবং হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)-র বদান্যতার উল্লেখ পাওয়া যায়। এর বিস্তারিত এভাবে বর্ণিত হয়েছে, হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, হামরাউল আসাদের যুদ্ধে আমাদের সাধারণ পাথেয় ছিল খেজুর, (অর্থাৎ,) আমরা শুধু খেজুরই খেতাম। হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.) ত্রিশটি উট এবং খেজুর নিয়ে আসেন যা হামরাউল আসাদে অবস্থান পর্যন্ত আমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। বর্ণনাকারী একথাও লিখেছেন, তিনি উট নিয়ে এসেছিলেন, যা হতে কোনোদিন দুটি আবার কোনোদিন তিনটি করে জবাই করা হতো। মাঝে মাঝে খেজুরের সাথে উটের মাংসও খাওয়া হতো।

মহানবী (সা.)-এর রণকৌশল কী ছিল আর কীভাবে তিনি শত্রুদের সন্ত্রস্ত করতে চাইতেন– এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ হলো,

শত্রুদের হৃদয়ে ত্রাস সঞ্চার এবং তাদের ভীতসন্ত্রস্ত করার একটি পদ্ধতি এটি ছিল যে, রাতের বেলা বহুল পরিমাণে আগুন জ্বালানো হতো যেন এর ফলে সৈন্যদের আধিক্য বোঝা যায় ও শত্রুরা ভীত হয়। এ কারণে মহানবী (সা.) যেখানেই রাতের বেলা তাঁবু গাড়তেন, সাহাবীদের নির্দেশ দিতেন যে, ছড়িয়ে গিয়ে পৃথক পৃথক আগুন জ্বালাবে। সে অনুসারে প্রতিটি ব্যক্তি এক এক স্থানে আগুন জ্বালাতো। পাঁচশ জায়গায় আগুন জ্বালানো হয়, এমনকি তা বহুদূর থেকে দৃষ্টিগোচর হতো। মুসলমান বাহিনী এবং এই আগুন প্রজ্জ্বলিত করার সংবাদ বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা শত্রুদের ভীতসন্ত্রস্ত করেছেন।

উল্লেখ করা হয় যে, সে সময় মহানবী (সা.)-এর সাথে মা'বাদ খুযাঈ-র সাক্ষাৎ হয় আর তারপর সে আবু সুফিয়ানের কাছেও যায় এবং মুসলমান সৈন্যবাহিনীর বিষয়ে কুরাইশকে ভয় দেখায়। এর বিস্তারিত বিবরণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মা'বাদ বিন আবু মা'বাদ খুযাঈ মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে। সে তখনো মুশরিক ছিল। কতক জীবনীকার এ সময়ে তার ইসলাম গ্রহণের কথাও উল্লেখ করে, কিন্তু অধিকাংশই এটি বলে যে, সেসময় সে ইসলাম গ্রহণ করে নি, যদিও পরবর্তীতে সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

বনু খুযাআ গোত্রের মুসলমান ও মুশরিকরা মহানবী (সা.)-এর সাথে নিষ্ঠাপূর্ণ আচরণ করত; এই গোত্রের মানুষের অনেকেই মুসলমান হয়েছিল, তাদের মাঝেও নিষ্ঠা ছিল। তারা মহানবী (সা.)-এর সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল যে, তারা তাঁর (সা.) নিকট কিছু গোপন করবে না। মা'বাদ বলল, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি এবং আপনার সাহাবীরা যে কষ্ট পেয়েছেন তা আমাদের ব্যথিত করেছে। আমাদের এটিই আকাঙ্ক্ষা, আল্লাহ্ তা'লা আপনার পদমর্যাদা

উন্নীত করুন এবং আপনাকে সকল কষ্ট থেকে সুরক্ষিত রাখুন। এই সহানুভূতি প্রদর্শনের পর মহানবী (সা.) মা'বাদকে বলেন, আবু সুফিয়ানের মনোবল ভেঙে দাও। তুমি যেহেতু যাচ্ছো তাই তার সাথে সাক্ষাৎ করো আর তাকে একটু ভয় দেখাও। দেখুন! কীভাবে তিনি প্রজ্ঞাপূর্ণ পরিকল্পনা করেছেন। অতঃপর মা'বাদ সেখান থেকে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয় এবং মহানবী (সা.) হামরাউল আসাদে অবস্থান করেন। রাওয়াহা নামক স্থানে আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীসাথিদের সাথে তার দেখা হয়। রাওয়াহা মদীনা থেকে প্রায় ৪০ মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থান। সে সময় কুরাইশ সৈন্যবাহিনী মহানবী (সা.) তথা মুসলমানদের ওপর হামলা করার বিষয়ে মতৈক্যে পৌঁছে। তারা বলে, আমরা তাদের সর্বোত্তম লোক এবং সর্দার ও নেতৃস্থানীয় লোকদের হত্যা করেছি! [যদিও প্রকৃত বিষয় এমন ছিল না। হযরত হামযাসহ কয়েকটি নাম হতে পারে, অন্যথায় মহানবী (সা.)সহ হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)-র সাথে ডজন ডজন বিখ্যাত সর্দার ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা খোদা তা'লার ফযলে উহুদের যুদ্ধে সুরক্ষিত ও নিরাপদ ছিলেন।] অতঃপর বলে, আমরা তাদের নির্মূল করার পূর্বেই ফিরে এসেছি। এখন আমরা তাদের অবশিষ্ট লোকদের ওপর ফিরে গিয়ে হামলা করব, তাদেরকে ধ্বংস করব এবং কাজ শেষ করব। আবু সুফিয়ান যখন মা'বাদকে দেখে তখন বলে, এ যে মা'বদ! তার কাছে কোনো সংবাদ থাকবে নিশ্চয়। সে বলল, মা'বাদ! পেছনের (অর্থাৎ মদীনার) অবস্থা কী? সে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে আবু সুফিয়ানকে বলে, আমি দেখেছি, মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সাথিরা বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বের হয়েছে। আমি আজ পর্যন্ত এত সৈন্য কখনো দেখি নি। অওস এবং খাযরাজ-এর যে–সব মানুষ গতকাল পিছিয়ে ছিল তারাও তাদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে। [সে নিজের পক্ষ থেকেও কিছুটা বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলে।] আর তারা অঙ্গীকার করেছে যে, তারা তোমাদের মুখোমুখি হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ না করে আর ফেরত যাবে না। তারা নিজের জাতির কারণে প্রচণ্ড রাগান্বিত। নিজেদের এহেন কর্মের কারণে লজ্জিত যে, কেন তারা পূর্বে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। তাদের মাঝে তোমাদের বিরুদ্ধে এত প্রচণ্ড ক্রোধ রয়েছে যেমন ক্রোধ আমি কখনো দেখি নি। আবু সুফিয়ান বলে, তুমি ধ্বংস হও! তুমি কী বলছ? সে বলে, মনে হয় তুমি ঘোড়াগুলোকে দেখার আগ পর্যন্ত এখান থেকে সরবে না। [এটিও তাদের বাগ্‌ধারা যে, প্রত্যাবর্তনটা যেন ধ্বংসাত্মক না হয়।] আবু সুফিয়ান বলে, খোদার কসম! আমরা তাদের ওপর বিজয়ী হয়ে তাদের মূলোৎপাটন করার বিষয়ে সহমত হয়েছি। মা'বাদ বলে, আমি পুনরায় তোমাকে এ কাজ থেকে বাধা দিচ্ছি, কেননা যে ভয়ানক দৃশ্য আমি দেখেছি তা আমাকে কবিতা পড়তে বাধ্য করছে। আবু সুফিয়ান বলল, কী সেই কবিতা?

মা'বাদ এরপর এই পঙ্‌ক্তিগুলো পড়ে শোনায়:

كَادَتْ تُهَدُّ مِنَ الْأَصْوَاتِ رَاحِلَتِي ... إِذْ سَالَتِ الْأَرْضُ بِالْجُرْدِ الْأَبَابِيلِ

تَرْدِي بِأُسْدٍ كِرَامٍ لَا تَنَابِلَةٍ ... عِنْدَ اللِّقَاءِ وَلَا مِيلٍ مَعَازِيلِ

فَظَلْتُ عَدْوًا أَظُنُّ الْأَرْضَ مَائِلَةً ... لَمَّا سَمَوْا بِرَئِيسٍ غَيْرِ مَخْذُولِ

فَقُلْتُ: وَيْلَ ابْنِ حَرْبٍ مِنْ لِقَائِكُمُ ... إِذَا تَغَطْمَطَ الْبَطْحَاءُ بِالْجِيلِ

إِنِّي نَذِيرٌ لِأَهْلِ الْبَسْلِ ضَاحِيَةً ... لِكُلِّ ذِي إِرْبَةٍ مِنْهُمْ وَمَعْقُولِ

مِنْ جَيْشِ أَحْمَدَ لَا وَخَشٍ تَنَابِلَةٍ ... وَلَيْسَ يُوصَفُ مَا أَنْذَرْتُ بِالْقِيلِ

যখন ভূপৃষ্ঠে উন্নত প্রজাতির ঘোড়া দলে দলে ছুটতে লাগল
তখন সেগুলোর পদধ্বনি শুনে আমার উটনী ভয়ে দিগ্‌বিদিক ছোটার এবং ভূপাতিত হবার উপক্রম হলো।
[দেখুন! সেখানে শুধু একটি ঘোড়া ছিল, কিন্তু সে নিজের পঙ্‌ক্তিতে এমন অতিরঞ্জিত চিত্র অঙ্কন করে যার ফলে তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এরপর বলে,]
সেই ঘোড়াগুলো এরূপ শক্তিশালী বাঘের ন্যায় সাহসী যোদ্ধাদের বহন করছিল
যারা খর্বকায়ও নয় আর যুদ্ধের সময় নিরস্ত্রও নয় কিংবা অশ্বপরিচালনায় অদক্ষও নয়।
[অর্থাৎ যুদ্ধে অত্যন্ত পারদর্শী, তির তরবারিতে সুসজ্জিত এবং অশ্বারোহণের দক্ষতায় যুগে অনন্য।]
তখন আমি সংবাদ প্রদানের জন্য দ্রুত ছুটলাম।
আমার মনে হচ্ছিল যেন সেই ঘোড়াগুলোর সম্মুখে পৃথিবী বিনম্র শ্রদ্ধায় ঝুঁকে যাচ্ছে–
যাদের পিঠে সেই মহান সেনাপতি বসে ছিল যিনি একা নয়, অর্থাৎ সৈন্যসামন্তসহ ধেয়ে আসছে।
আর আমি মনে মনে বললাম, হে সৈন্যদল! তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে ইবনে হারব অর্থাৎ আবু সুফিয়ানের ধ্বংস নিহিত।
যখন সৈন্যদলের পদশব্দে রণক্ষেত্র ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হবে
তখন আমি কুরাইশের মধ্য থেকে প্রত্যেক বিচক্ষণ ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে আহমদ (সা.)-এর বিশাল এ সৈন্যদল সম্পর্কে সতর্ক করব
যার সৈন্যদল অকর্মা এবং নিম্নশ্রেণির লোকজন দ্বারা গঠিত নয়।
এ সৈন্যদলের ত্রাস যা সম্পর্কে আমি তোমাদের সতর্ক করছি, তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

মা'বাদের এই স্নায়ুবিধ্বংসী কথাবার্তা এবং এই পঙ্‌ক্তিগুলো শোনার পর সাফওয়ান বিন উমাইয়ার সাথে আলোচনার ফলে আবু সুফিয়ান এবং তার সাথিদের মনোবল হারিয়ে যায়। আর তাদের হৃদয়ে ভীতি ও ত্রাস ছেয়ে যায়। তখন আবু সুফিয়ান যত দ্রুত সম্ভব নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে মক্কায় ফেরত চলে যাওয়াকেই নিরাপদ জ্ঞান করল।

এ সম্পর্কে রিসার্চ সেল-এর পক্ষ থেকে একটি নোটও রয়েছে। মহানবী (সা.)-এর মা'বাদকে একথা বলা যে, আবু সুফিয়ানের মনোবল ভেঙ্গে দাও– সীরাতের অনেক পুস্তক এটি বর্ণনা করেছে, আবার অনেকে এটি বর্ণনা করে নি। বলা হয়ে থাকে, যুদ্ধকৌশলের দৃষ্টিকোণ থেকে হয়ত মহানবী (সা.) মা'বাদ-এর সাথে এরূপ কথা বলে থাকবেন; আবার হতে পারে, মহানবী (সা.) তাকে কিছুই বলেন নি, আর একথার সম্ভাবনাই বেশি। সে যেহেতু মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি রাখতো তাই হতে পারে, আল্লাহ্ তা'লা তার হৃদয়ে এই প্রেরণা সঞ্চার করে থাকবেন। আর সে নিজের পক্ষ থেকেই এ সকল কথাবার্তা বানিয়ে আবু সুফিয়ান কে বলে থাকবে।

যাহোক, এটা তাদের নোট। কিন্তু মা'বাদ যা কিছুই বলেছিল– তা ছিল একান্ত তার ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা। মহানবী (সা.) তাকে অবাস্তব বা অলীক কোনো কথা বলেন নি। কিন্তু

যেভাবে সে তাদেরকে ভয় দেখিয়েছিল আর মুসলমানদের যে চিত্র সে অঙ্কন করেছিল– এই চিত্রের কথা শুনে কাফিররা নিঃসন্দেহে ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

ইতঃমধ্যে মুশরিকদের সৈন্যদল মক্কায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, এমন সময় আবু সুফিয়ানের পাশ ঘেঁষে আব্দুল কায়েসের একটি কাফেলা অতিক্রম করে যারা মূলত সেখানেই শিবির স্থাপন করেছিল। সে জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাচ্ছ? তারা বলে, আমরা মদীনা যাচ্ছি। তখন আবু সুফিয়ান অপপ্রচার হিসেবে তার পক্ষ থেকে একটি ব্যর্থ মনস্তাত্ত্বিক আক্রমণ করার দূরভিসন্ধি করে। সে বলে যে, তুমি কি আমার পক্ষ থেকে মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছে দেবে? আমি তোমায় উকাযের মেলায় কিসমিস বোঝাই করা একটি উট দিবো। সে বলে, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! আবু সুফিয়ান বলে, যখন তুমি মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে দেখা করবে তখন তাকে বলবে, আমরা তাঁর ও তাঁর সাহাবীদের দিকে আসার বিষয়ে মতৈক্যে পৌঁছেছি যেন তাঁদের বাকি লোকদের আমরা সমূলে উৎপাটন করতে পারি আর আমরা তাদের পশ্চাদ্ধাবনে আছি। এ কথা বলে আবু সুফিয়ান মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। মহানবী (সা.)-এর সাথে এই কাফেলার হামরাউল আসাদে দেখা হয়। আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীসাথিরা তাঁর সম্পর্কে যা বলেছিল– আব্দুল কায়েস মহানবী (সা.)-কে তা অবহিত করে। এই কথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, **হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল অর্থাৎ আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট; তিনি সর্বোত্তম কার্যনির্বাহক।**

যাহোক, হামরাউল আসাদে স্বল্পকাল অবস্থানের পর ইসলামী সৈন্যবাহিনী মদীনায় ফেরত আসে কেননা কাফিররা সেখান থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিয়েছিল। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, মা'বাদ খুযাঈর কথা শুনে আবু সুফিয়ান মদীনার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হওয়ার ধারণা পরিত্যাগ করে এবং মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। আবু সুফিয়ানের রওয়ানা হবার সংবাদ মা'বাদ অন্য এক ব্যক্তির মাধ্যমে রসূল (সা.)-এর নিকট পৌঁছে দিয়েছিল। মহানবী (সা.) সোম, মঙ্গল ও বুধবার সেখানে অবস্থান করেন। এরপর হুযূর (সা.) মদীনায় ফিরে আসেন। বালাযুরী বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) সফরে মদীনা থেকে পাঁচ দিন বাহিরে ছিলেন। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, মহানবী (সা.) জুমুআর দিন মদীনায় ফেরত আসেন এবং পাঁচ দিন তিনি মদীনার বাহিরে ছিলেন।

হযরত আবু উবাইদা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পূর্বে মুয়াবিয়া বিন মুগীরাকে আটক করে রেখেছিলেন। মুয়াবিয়া বিন মুগীরা, আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের নানা ছিল। মুয়াবিয়া ছাড়াও আবু আয্যা জামহুনিকেও গ্রেফতার করে রেখেছিলেন। মুয়াবিয়া বিন মুগীরা সম্পর্কে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.) ও হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) মুয়াবিয়াকে হামরাউল আসাদ থেকে ফেরত আসার সময় হত্যা করেছিলেন, কারণ মুয়াবিয়া মদীনায় গোপনে বসবাস করছিল এবং মদীনার সংবাদ বিরুদ্ধবাদীদের নিকট পাঠাতো। যখন সে ধরা পড়ে তখন হযরত উসমান (রা.)-এর কাছে আশ্রয় নেয়। হযরত উসমান (রা.) মহানবী (সা.)-এর নিকট তার প্রাণভিক্ষার আবেদন করেন। মহানবী (সা.) তাকে নিরাপত্তা দেওয়ার সময় বলেন, সে যেন তিন দিনের মধ্যে মদীনা ছেড়ে চলে যায়। যদি তিন দিনের পরে তাকে মদীনায় দেখা যায় তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। কিন্তু সে তিন দিন পরেও লুকিয়ে মদীনায় অবস্থান করে। মহানবী (সা.) এই দুজনকে অর্থাৎ হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.) ও হযরত আম্মার বিন

ইয়াসের (রা.)-কে বলেন, তোমরা অমুক জায়গায় তাকে লুকানো অবস্থায় পাবে। অতএব তারা উভয়ই তাকে সেখানে গিয়েই ধরে ফেলেন এবং হত্যা করেন।

এরপর বর্ণিত হয়েছে, এই হামরাউল আসাদেই মহানবী (সা.) মুশরিকদের কবি আবু আয্যাকে আটক করেন। এ হলো সেই আবু আয্যা যে বদরের যুদ্ধের সময় মুসলমানদের হাতে আটক হয়েছিল আর মহানবী (সা.)-কে সে নিজের দারিদ্রতা এবং নিজের মেয়েদের দোহাই দিয়েছিল যে, আমার পরিবার-পরিজনের সংখ্যা অনেক, আমার মেয়েদের কোনো অভিভাবক নেই; আমার প্রতি দয়া করুন। মহানবী (সা.) তার মেয়েদের দিকে তাকিয়ে কোনোরূপ ফিদিয়া (তথা মুক্তিপণ) গ্রহণ করা ছাড়াই তাকে অনুগ্রহবশে মুক্তি দেন আর তার কাছ থেকে এই অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, আগামীতে সে কখনো মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসবে না এবং মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে সৈন্যসমাবেশ করবে না কিংবা কাউকে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে উস্কানিও দেবে না। সে তার উক্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে আর উহুদের যুদ্ধে কুরাইশের সাথে মিলে যুদ্ধ করতে আসে। সে লোকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করত আর নিজের কবিতার মাধ্যমে মানুষজনকে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উত্তেজিত করত। মহানবী (সা.) দোয়া করেন যে, এবার যেন এই ব্যক্তি বেঁচে ফিরতে না পারে। ফলে সে পুনরায় আটক হয়। এক ভাষ্য অনুযায়ী উহুদের যুদ্ধের পর মুশরিকরা যখন প্রত্যাবর্তনকালে হামরাউল আসাদে গিয়ে শিবির স্থাপন করে তখন তারা আবু আয্যাকে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে যায়। সে সূর্যোদয়ের পরও কুম্ভকুর্ণের মতো নিদ্রামগ্ন থাকে। তাকে গ্রেফতারকারী ব্যক্তি ছিলেন হযরত আসেম বিন সাবেত। সে ছিল উক্ত যুদ্ধে আটক হওয়া একমাত্র মুশরিক। অপর এক বর্ণনামতে তাকে গ্রেফতারকারী সাহাবী ছিলেন হযরত উমায়ের বিন আব্দুল্লাহ্। গ্রেফতার হওয়ার পর আবু আয্যাকে মহানবী (সা.)-এর সামনে উপস্থিত করা হয়। মহানবী (সা.)-কে দেখে সে বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আমাকে ছেড়ে দিন, আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন, আমার কন্যাদের দিকে তাকিয়ে আমাকে মুক্তি দিন। আমি আপনার সামনে অঙ্গীকার করছি– আগামীতে কখনো এ ধরনের কাজ আর করব না। তিনি (সা.) বলেন, না! আল্লাহ্‌র শপথ! আর কখনো তোমার এই মুখ নিয়ে মক্কা দেখার সৌভাগ্য হবে না। এক রেওয়ায়েতে আছে, [তিনি (সা.) বলেছিলেন] আগামীতে তুমি কখনো আর তোমার এই দাড়ি নিয়ে হাজরে আসওয়াদের পাশে বসে একথা বলার সুযোগ পাবে না যে, আমি মুহাম্মদ (সা.)-কে বোকা বানিয়ে এসেছি। এরপর তিনি (সা.) হযরত যায়েদের দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দেন যে, এর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করো। এক রেওয়ায়েতে আছে, তিনি (সা.) হযরত আসেম বিন সাবেত (রা.)-কে (মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার) এই নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং এরপর বলেছিলেন, মু'মিন কখনো এক গর্তে দুবার দংশিত হতে পারে না।

অবশিষ্টাংশ ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে।

বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতির নিরিখে দোয়া অব্যাহত রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে সব ধরনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন।

এখন আমি মুকাররম ফারায আহমদ তাহের সাহেবের (গায়েবানা) জানাযাও পড়াব যিনি অস্ট্রেলিয়াতে সম্প্রতি শাহাদত বরণ করেছেন। তার ঘটনার বিবরণে লেখা হয়েছে, অস্ট্রেলিয়ার সিডনীর বিখ্যাত এলাকা বন্ডি'র এক বিপণিবিতানে একজন অস্ট্রেলীয় ব্যক্তি ছুরিকাঘাত করে তাকে শহীদ করে, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম বিপণিবিতানে নিরাপত্তা কর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। মরহুমের বয়স হয়েছিল ৩০ বছর এবং তিনি অবিবাহিত

ছিলেন। এই আক্রমণে বারোজন ব্যক্তি আহত হন যাদের মধ্যে ছয়জন মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুবরণকারী ছয়জনের মধ্যে পাঁচজনই ছিলেন ভদ্রমহিলা।

প্রয়াত ফারায আহমদ তাহের সাহেব রাবওয়ার অধিবাসী ছিলেন। ২০১৮ সালে তিনি পাকিস্তান থেকে শ্রীলঙ্কা চলে যান। চার বছর তিনি সেখানে অবস্থান করেন, এরপর গত বছর UNHCR- এর মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়ায় আসেন। গত মাসে মরহুম তার সিকিউরিটি লাইসেন্স বানিয়েছিলেন আর যে–দিন মরহুমের মৃত্যু হয় সেদিন বিপণিবিতানে (তার নামে) প্রথমবারের মতো দিনের বেলা ডিউটি লেখা হয়েছে। তিনি মূলত রাতে ডিউটি দিতেন, তবে এটি তার দিনেরবেলা ডিউটির প্রথম দিন ছিল।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হলো, মুকাররম মরহুম ফারায আহমদ তাহের সাহেব মানুষজনকে হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে দিগ্‌বিদিক ছুটোছুটি করতে দেখে ঘাতককে বাধা দিতে সম্মুখে অগ্রসর হন। তখন ঘাতক মরহুমের ওপর আক্রমণ করে, যার ফলে তিনি প্রাণ হারান। এ আক্রমণে মৃত্যু বরণকারী তিনিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি। মরহুমের পরিবারে তার প্রপিতামহ মুকাররম মিয়া আহমদ সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াত আসে যিনি শাহ্‌পুর জেলার অধিবাসী ছিলেন। মরহুমের দাদা মুকাররম সূফী আহমদ ইয়ার সাহেব দীর্ঘদিন যাবৎ জামা'তের কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন। তার পিতা বশীর আহমদ সাহেব ২০০৫ ইং সনে এবং তার মা রাজিয়া বেগম ২০১৪ সনে মৃত্যু বরণ করেছিলেন। মরহুম তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিন ভাই, দুই বোন ও দাদা সূফী আহমদ ইয়ার সাহেবকে রেখে গেছেন। বিস্তারিত বিবরণে তার সম্পর্কে এটিও জানা গেছে যে, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী এবং নিউ সাউথ ওয়েলস্‌-এর প্রিমিয়ার মরহুম ফারায আহমদ তাহের সাহেবের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের জন্য সাধুবাদ জানিয়েছেন। অনুরূপভাবে অস্ট্রেলিয়াতে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাই কমিশনার সাহেবও মরহুম ফারায আহমদ তাহের সাহেবের বীরত্ব ও আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে শোক প্রকাশ করেন এবং সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। এ ঘটনা সম্পর্কে মিডিয়াতে একশ বিশটির অধিক সংবাদ প্রচারিত হয়েছে এবং আরো হচ্ছে। আজ সেখানে (অস্ট্রেলিয়ায়) তার জানাযা ছিল। সেখানেও স্থানীয় প্রিমিয়ার, প্রধানমন্ত্রী প্রমুখ এসেছিলেন। তারা পুনরায় তার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মরহুম ফারায তাহের সাহেবের বীরত্ব ও আত্মত্যাগকে অত্যন্ত চমৎকার ভাষায় বর্ণনা করা হচ্ছে এবং অধিকাংশ মানুষ তাকে **ন্যাশনাল হিরো** বা জাতীয় বীর বলে আখ্যায়িত করছেন। তার এ আত্মত্যাগ প্রমাণ করে যে, তিনি পাকিস্তান থেকে মৃত্যুভয়ে পালিয়ে আসেন নি। বরং যেসব ধর্মীয় বিধিনিষেধ আহমদীদের ওপর আরোপ করা হয় সেগুলোর কারণে অতিষ্ঠ হয়ে দেশত্যাগ করেছিলেন যেখানে তাকে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের নাম উচ্চারণে বাধা দেওয়া হতো। খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর আদনান কাদের বলেন, ২১ এপ্রিল রোজ রবিবার অস্ট্রেলিয়া সরকারের পক্ষ থেকে শপিং মলের কাছে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় যার উদ্দেশ্য ছিল ঐসব ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন যারা উক্ত ঘটনায় নিহত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী, নিউ সাউথ ওয়েলসের প্রিমিয়ার, বিরোধীদলীয় নেতা, স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং অন্যান্য কাউন্সিলের মেয়রগণ, পুলিশ, সেনা ও নৌবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, বিপুল সংখ্যক সংবাদকর্মী ও অন্য বিভিন্ন বিভাগের সাথে সম্পর্কযুক্ত কর্মকর্তাগণও অংশগ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে জামা'তের সদস্যদেরকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়।

তার বড়ো ভাই মুদাস্‌সের বশীর বলেন, মরহুম শৈশব থেকেই খুব পরিশ্রমী, হাস্যবদন ও নির্ভীক বালক ছিলেন। মরহুমের এগারো বছর বয়সে আমাদের পিতা মৃত্যু বরণ করেন। তখন আমাদের বড়ো ভাই মুযাফ্‌ফর আহমদ সাহেব আমাদেরকে পিতৃস্নেহে লালনপালন করেন। মরহুম নিজ পড়াশুনার পাশাপাশি ভাইয়ের ব্যবসায়ও সাহায্য করতেন। মরহুম কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন আর নিজের ভাইবোনদের খুব ভালোবাসতেন। নম্র স্বভাবের অধিকারী ছিলেন আর প্রকৃতিতে রসিকতাও ছিল। ভাইবোনদের কোনো কথায় কখনো রাগান্বিত হন নি। জামা'তের কাজেও মরহুম বেশি বেশি অংশগ্রহণ করতেন। যতদিন পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও অস্ট্রেলিয়া তথা যেখানেই ছিলেন জামা'তের কাজ ও ডিউটি ইত্যাদি পালনে সর্বদা তৎপর ছিলেন। খিলাফতের সাথে গভীর নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তার একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, যদি নাগরিকত্ব পাই তাহলে প্রথমে লন্ডনে গিয়ে খলীফাতুল মসীহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করব। তার ছোটো ভাই সিরাজ আহমদ বলেন, মরহুম খুবই সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করতেন এবং নিয়মিত নামায আদায় করতেন।

মুরব্বী কামরান মুবাশ্বের সাহেব বলেন, আমি মরহুমের মধ্যে একটি গুণ দেখেছি যে, জামা'তের মুরব্বী ও বুযুর্গদের খুবই সম্মান করতেন। আর তাদের পক্ষ থেকে যে নির্দেশনাই প্রদান করা হতো তা পালনে অস্বীকার করতেন না। তার কোনো ভুলভ্রান্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে কখনো মন খারাপ করতেন না, বরং বিনয়ের সাথে নীরবে নিজের ভুল স্বীকার করে নিজের সংশোধন করতেন।

তার এক বন্ধু আহমদ ইবরাহীম বলেন, মরহুম ধর্ম এবং খিলাফতের প্রতি অতুলনীয় অনুরাগী সত্তা ছিলেন। জামা'তের কর্মকর্তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও নিয়মিত নামায আদায়কারী ছিলেন। তার সাথে আমার এক ভাই এবং বন্ধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কখনো কোনো বিষয়ে আমি বকাঝকা করলে অবনত নয়নে শুনতেন আর বলতেন, ভবিষ্যতে (এই বিষয়ে) অভিযোগ-অনুযোগের (কোনো) সুযোগ দেবো না। খুবই হাস্যোজ্জ্বল এবং স্নেহশীল মানুষ ছিলেন।

ব্রিসবেন জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন, গত মার্চ মাসে সপ্তাহ খানেকের জন্য ব্রিসবেন এসেছিলেন। বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসেছেন বলে জানান এবং সাথে এটিও বলেন, কেউ যদি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয় বা কারো যদি কোনো অভিযোগ থাকে সেজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থনা ও মীমাংসা করতে এসেছি। বারবার সবার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছিলেন। এমন মনে হচ্ছিল, হয়ত সবাইকে 'খোদা হাফেয' বলার জন্য এসেছেন।

তার এক বন্ধু শাজার আহমদ বলেন, **'(তিনি) একজন পরিশ্রমী, নির্ভীক এবং দায়িত্বশীল মানুষ ছিলেন।'** মরহুমের সাথে আহত অপর এক নিরাপত্তারক্ষী বলেন, হামলাকারী শপিং সেন্টারে প্রবেশ করতেই লোকেরা তাকে দেখে পালাচ্ছিল, তখন মরহুম বীরত্ব প্রদর্শন করে তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং নিজের প্রাণের বিনিময়ে অন্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও মানুষ ফারায তাহের সাহেবের ভূয়সী প্রশংসা করছে। **ক্রিস মারফি** নামক এক ব্যক্তি তার কমেন্টে লিখেন, আক্রমণের পূর্বে আমি পরিপাটি পোশাক পরিহিত একজন নিরাপত্তারক্ষী ফারায তাহেরকে দেখেছি, যিনি শপিং সেন্টারে নিজের কর্তব্য

পালনে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি একজন বীর ছিলেন, যিনি জনসাধারণের জীবন রক্ষার্থে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন।

রেবেকা আইবার্স নামের একজন ভদ্রমহিলা লিখেন, 'ফারায তাহের, যিনি নিজের দেশে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিরাপদ ও এক সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে অস্ট্রেলিয়ায় এসেছিলেন, তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের মাঝে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন, তিনি মানুষের জীবন রক্ষার্থে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। আমি তার পরিবার এবং জামা'তের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক এক দুর্ঘটনা।' যারা শপিং মল-এ দেখেছেন এবং যারা সংবাদ পাঠ করেছেন তারা ও অন্যরা এধরনের আরো অনেক মন্তব্য করেছেন। জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ার শিক্ষার্থী স্নেহের হাসূর আহমদ বলেন, ফারায তাহের আমার জ্যাঠাতো ভাই ছিলেন। (তিনি) উত্তম ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। পাঁচবেলার নামায নিষ্ঠার সাথে আদায়কারী ছিলেন এবং এ বিষয়ে অন্যদের উপদেশ প্রদান করতেন। যখনই সাক্ষাৎ করতেন হাস্যবদনে সাক্ষাৎ করতেন। আমাকে আপন ছোটো ভাইয়ের দৃষ্টিতে দেখতেন। কোনো কথা বুঝাতে হলে খুবই স্নেহের সাথে বুঝাতেন। সর্বদা দোয়ার জন্য বলতেন, আমি আপনাদের জন্য দোয়া করব আপনারা আমার জন্য দোয়া করুন। তিনি বলেন, যেদিন তার শাহাদত হয় সেদিন শেষবার তার ফোন আসে আর তখন অস্ট্রেলিয়াতে ভোর ৪টা বাজছিল। তার বড়ো ভাই তাকে বলেন, এখন ভোর ৪টা বাজে, তোমাকে কাজে যেতে হবে, (তাই) তুমি ঘুমিয়ে পড়। তিনি (ফারায তাহের) বলেন, আমি এখন তাহাজ্জুদ পড়েছি আর আপনাদের সবার জন্য দোয়াও করেছি। এরপর ফজরের নামায পড়ে কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাব, ঘুমানোর সময় নাই। সকালের শিফটের এটাই প্রথম দিন ছিল। এর পূর্বে সন্ধ্যার শিফটে (দায়িত্ব পালন) করতেন। অতঃপর তিনি লিখেন, আমাদের বংশে এটি তৃতীয় শাহাদাত। প্রথমে আমার খালু মুহাম্মদ নওয়াজ সাহেব, আওরাঙ্গী টাউন, করাচিতে ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০১২ সালে শহীদ হন, তারপর তার মামা এজায আহমদ, আওরাঙ্গী টাউন, করাচিতে ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০১৩ সালে শহীদ হন আর এখন ফারায আহমদ সাহেবের শাহাদত হয়।

যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছিলাম, তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, **'আমি মৃত্যুভয়ে দেশত্যাগ করি নি বরং ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে এসেছি।'** আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং পরিবারবর্গকে ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দান করুন, আমীন।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)